গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

জননিরাপত্তা বিভাগ-সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ আখতার হোসেন সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	৩০ আগষ্ট ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ
সভার সময়	দুপুর ১২:৩০ টা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট "ক"

সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করা হয়। সভায় জননিরাপত্তা বিভাগের সকল অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিবসহ বিভিন্ন অধিশখা/শাখার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানের প্রতিনিধিগণ অনলাইন/ ভার্চুয়ালি তাদের স্ব স্ব দপ্তর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়নের কাজটি অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন।

২.০ আলোচনা:

সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম দ্রুত নিস্পত্তি ও দাপ্তরিক কাজের প্রতি আন্তরিক হবার পরামর্শ প্রদান করেন এবং অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে সভার কার্যক্রম উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন। সে মোতাবেক কার্যপত্রের সিদ্ধান্তসমূহ ক্রমান্বয়ে সভায় উপস্থাপন করা হয়। তিনি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট ১৮ টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। উক্ত প্রতিশ্রুতির মধ্যে ইতিমধ্যে ১৩টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ০৫ টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া ০৭-০৫-২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট ২৭টি নির্দেশনা প্রদান করেন। তন্মাধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ১৪টি এবং ১৩ টি নির্দেশনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সভায় উক্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ ধারাবাহিকভাবে সভায় উপস্থাপন করা হয়।

৩.০ বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রঃনং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও তা প্রদানের তারিখ	সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৩.১	কর্মরত বিশেষ আনসার ও হিল আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন আনসার হিসেবে আত্মীকরণ। ১১-০২-২০১৬	আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা আইন বিচার ওসংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটি চুড়ান্তভাবে প্রণয়ন হলে কর্মরত বিশেষ আনসার ও হিল আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন আনসার হিসেবে আত্মীকরণের বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে। **বাস্তবায়নে:** আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	হিল আনসার ও বিশেষ আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন আনসারের শূন্য পদে স্থায়ীকরণ/ নিয়মিতকরণের নিমিত্ত ব্যাটালিয়ন আনসার প্রবিধানমালা-১৯৯৬ অনুসারে আনসার বাহিনীতে অঙ্গীভূতকরণের নির্ধারিত যোগ্যতার শর্তসমূহ একবারের জন্য প্রমার্জন করার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে। প্রস্তাবটি গত ২৩/০৬/২০২২ তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.২	ব্যাটালিয়ন আনসারদের স্থায়ীকরণ সময় শূন্য বছরে নিয়ে আসা হবে। ১১-০২-২০১৬	আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮ চুড়ান্ত প্রণয়নের ভেটিং এর জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটি বাস্তবায়িত হলে ব্যাটালিয়ন আনসারদের স্থায়ী করণের শূন্য বছরে নিয়ে আসার বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে। **বাস্তবায়নে:** আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ৬(ক) মোতাবেক বর্তমানে ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের চাকরি স্থায়ীকরণের সময়সীমা ০৬ (ছয়) বছর। তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের সময়সীমা শূন্য বছরে নিয়ে আসা অর্থাৎ চাকরিতে যোগদানের তারিখ হতে স্থায়ীকরণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ০৩.০৭.২০১৮ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এ বিদ্রোহ সংক্রান্ত অপরাধ ও শাস্তির যে সকল বিধান রয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ' ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫' এর পরিবর্তে 'আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৯' এর খসড়া প্রনয়ণ করে নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরীক্ষা-নীরিক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮ পরবর্তিতে আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০২২ হিসেবে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে ভেটিং এর জন্য খসড়াটি ০৫-০৪-২০২২ তারিখ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটি প্রণীত হবার পর ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকুরি স্থায়ীকরণের বিষয়টি বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যাবে।
৩.৩	থানার জন্য নিজস্ব ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ। ০৬-০৬-২০১০	চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির শতকরা হিসাব উল্লেখ করে প্রতিবেদন জননিরাপত্তা বিভাগের প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ অনুবিভাগ/ উন্নয়ন অনুবিভাগ।	(ক) “পুলিশ বিভাগের ১০১ টি জরাজীর্ন থানা ভবন টাইপ প্লানে নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক একটি প্রকল্প ৮৬৮৩০.৬৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০২১মেয়াদে বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ১০১ টি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। (খ) বর্তমানে “দেশের বিভিন্ন স্থানে থানার প্রশাসনিক কাম ব্যারাক ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক একটি প্রকল্প ৩৩৮৮০৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্চ ২০২১ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর যাচাই কমিটির গত ০৩-০৬-২০২১ ইং তারিখের সভার কার্যবিবরণী গত ১৩-০৬-২০২১ তারিখে জারী করা হয়েছে। এ প্রকল্পটির আওতায় সারাদেশে আরো ১০১টি নতুন থানা ভবন নির্মাণ করা হবে।

৩.৪	আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। ১১-০২-২০১৬	ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে আবাসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নেঃ** আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	"আনসার ও ভিডিপি'র ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ১৫টি আনসার ব্যাটালিয়ন)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় (২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অনুমোদিত) ৬ তলা ভীত বিশিষ্ট ৪ তলা ব্যারাক ভবন ও আধুনিক বাংলো নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির ১৫টি কেন্দ্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত ১৫টি ব্যাটালিয়নের মাষ্টার প্লানের পুনঃ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য ১৭-০৮-২০২১ তারিখ স্থাপত্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। স্থাপত্য নকশা পাওয়া গেলে ২য় পর্যায়ে অবশিষ্ট ২৭টি ব্যাটালিয়নকে মডেল ব্যাটালিয়নে রূপান্তর করার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।
৩.৫	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স সংলগ্ন পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ। ০৩-০৫-২০০৯	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স সংলগ্ন পুলিশ ব্যারাক নির্মাণের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/পুলিশ অনুবিভাগ	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানার অভ্যন্তরে ভিভিআইপি ডিউটিতে নিয়োজিত ফোর্সের জন্য ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা ব্যারাক ভবনের নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৬০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। নিচতলা ব্যবহার করা হচ্ছে। ২য় তলার কাজ শেষ হয়েছে। ৩য় তলার ব্রিক ওয়ার্কস এর কাজ শেষ হয়েছে প্লাস্টারসহ অন্যান্য ফিনিশিং কাজ এবং টাইলস এর কাজ চলমান। ৪র্থ তলার ব্রিক ওয়ার্কস এর কাজ শেষ হয়েছে। ৫ম তলার কলাম ঢালাইয়ের কাজ চলমান রয়েছে। ৬ষ্ঠ তলার টিইসি অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

৪.০ বাস্তবায়নাধীন নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও তা প্রদানের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৪.১	সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা প্রতিরোধ করতে হবে। ১১-০৫-২০১৬	সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা সম্পর্কে বিশেষ কোন মতামত/ সুপারিশ থাকলে তা এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সকল জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** রাজনৈতিক ও আইসিটি অনুবিভাগ।	জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিরোধ, নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনসাধারনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সারাদেশে সাধারন জনগণ, জনপ্রতিনিধি, মসজিদের ইমাম, গ্রাম পুলিশ, গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকগণের মাধ্যমে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড রোধকল্পে উদ্বুদ্ধকরণ সভার কার্যক্রম, প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।
৪.২	জঙ্গিবাদী ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিচালনাকারী এবং নাশকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যৌথ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। ২০-০৪-২০১৬	সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা সম্পর্কে বিশেষ কোন মতামত/ সুপারিশ থাকলে তা এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সকল জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** রাজনৈতিক ও আইসিটি অনুবিভাগ।	

৪.৩	২০০১-২০০৬ সময়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিষয়ে সংঘটিত হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশের ভিত্তিতে করা মামলাসমূহের তদারকি কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। (২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (৩) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ মনিটরিং কমিটি	২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে জুডিশিয়াল তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ৪৩৫টি মামলা রুজু হয়। মামলাসমূহের মধ্যে ১৭টি মামলা উচ্চ আদালতের আদেশে স্থগিত রয়েছে এবং ৩৩টি মামলা চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৮৫টি মামলাসমূহের অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে।
৪.৪	২০১৪'র জাতীয় নির্বাচন ঠেকানোর জন্য সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। (২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (৩) স্থগিত মামলাগুলি আলোচনা করে সচল করার ব্যবস্থা করতে হবে। (৪) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/মনিটরিং কমিটি	১০ম জাতীয় নির্বাচন ঠেকানোর লক্ষ্যে সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনে ১ জানুয়ারি ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৩,৭৮৭টি মামলা দায়ের হয়েছে। মামলাসমূহের মধ্যে জুলাই/ ২০২২ পর্যন্ত ৩,৭৩৬টি মামলার তদন্ত সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৫১টি মামলা তদন্তাধীন রয়েছে।
৪.৫	অবরোধ, হরতাল চলাকালীন সহিংসতার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাসমূহের তদন্ত, চার্জশীট, প্রতিবেদন ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। (২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (৩) স্থগিত মামলাগুলো সচল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৪) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ মনিটরিং কমিটি	০১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত সারাদেশে সহিংসতার ঘটনায় ১৮২৬ টি মামলা রুজু হয়। মামলাসমূহের মধ্যে ৩৪টি মামলার চূড়ান্ত রির্পোট প্রদান করা হয়েছে। তদন্তাধীন রয়েছে ৮টি মামলা। অবশিষ্ট ১৭৮৪টি মামলার অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে।
৪.৬	সোনা পাচার/মাদক/অস্ত্র/ শিশু ও মানব পাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	(ক) যেসব মামলা দায়ের করা হয়েছে, তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (খ) প্রতি মাসের বাস্তবায়ন প্রতিবেদনে মামলা নিষ্পত্তির হার উল্লেখ করতে হবে। (গ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	সোনা/মাদক/অস্ত্র/শিশু ও মানব পাচার এর বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ নিম্নরুপ: ক) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মানব পাচার বিশেষত নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে মুখ্য মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে। মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ " প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনে মানব পাচারের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড ও যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় (১) মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন বিধিমালা, ২০১৭'', (২) ''জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা বিধিমালা, ২০১৭'' ও (৩) ''মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল বিধিমালা, ২০১৭'' শীর্ষক তিনটি বিধিমালা প্রনয়ণ করা হয়েছে। এছাড়া মানব পাচার প্রতিরোধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত আইন অনুসারে পদক্ষেপ গৃহীত হয়: □ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

(সংশোধনী-২০০৩ , ২০২০);
 এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২;
 মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২;
 শিশু আইন, ২০১৩;
 পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২;
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬;
 শ্রম আইন, ২০০৬;
 বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী আইন, ২০১৩;
 বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৬।

খ) জাতীয় কর্মপরিকল্পনাঃ মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে ইতোমধ্যে তিন বছর মেয়াদী ০৩টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০২২" এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতি বছর মানব পাচার দমন সংক্রান্ত দেশীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করে থাকে। এতে সরকারি এবং বেসরকারি বাস্তবায়ন সংস্থার মানব পাচার প্রতিরোধে এবং ভিকটিমদের সুরক্ষা প্রদানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের বিশদ বিবরণ থাকে।

গ) Rescue, Recovery, Repatriation and Integration (RRRI) টাস্কফোর্স সেল:- ২০১০ সাল হতে ভারতে পাচারকৃত ভিকটিমদের বিশেষত নারী ও শিশু প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে RRRI Taskforce সেল কাজ করছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মানব পাচার প্রতিরোধকল্পে ৬টি দ্বি-পাক্ষিক সভা আয়োজিত হয়েছে। ভারতে উদ্ধারকৃত ভিকটিমদের নিজ দেশে দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রত্যাবাসনের জন্য বিভিন্ন আইনানুগ প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১১ সালে Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন করা হয়। ভারতে পাচারকৃত বাংলাদেশি ভিকটিমদেরকে উভয়দেশের স্বদেশ প্রত্যাবাসন লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ০৬ জুন ২০১৫ সালে স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়।

ঘ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধায়নে পাচারকৃত ভিকটিমদের উদ্ধারে ভিকটিম আইডেন্টিফিকেশন গাইড লাইন প্রস্তুত হচ্ছে এবং জাতীয় রেফারেল কাঠামো গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যেখানে মানব পাচার দমনে কর্মরত সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে এক ছাতার নিচে আনার সুযোগ রয়েছ। এছাড়াও দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে মানবপাচার দমনে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত হয়েছে।

ঙ) "মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে

			আন্তঃমন্ত্রণালয় এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় কমিটির সভা" নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। মানব পাচার, বিশেষত নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে প্রতি জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে 'কাউন্টার ট্রাফিকিং কমিটি' গঠন করা হয়েছে। এ বছর প্রথমবারের মত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস পালন করেছে যেখানে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার অংশীজন অংশগ্রহণ করেছে। চ) মানব পাচার প্রতিরোধে দেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ পুলিশ, সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিটি জেলায় মানব পাচাররোধে বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) নিয়োগ করাসহ মানব পাচাররোধ সংক্রান্ত মামলা বিচারের জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। ছ) সোনা পাচার, মাদক, অস্ত্র, শিশু ও মানব পাচার রোধ করার জন্য ও জড়িতদের আইনের আওতায় আনার জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। যেসব রুট দিয়ে সোনা, মাদক, অস্ত্র ও মানব পাচার করা হয়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সেসব রুটে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি করা হয়ে থাকে। সম্ভাব্য মাদকের স্পটসমূহে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করাসহ সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর টহল জোরদার ও জনগণকে সভা সমাবেশের মাধ্যমে সচেতন করা হচ্ছে।
৪.৭	জেলায়/উপজেলায় পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে । ০৭-০৫-২০১৫	(১) উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** বাংলাদেশ পুলিশ/উন্নয়ন অনুবিভাগ/ উপসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	এই বিষয়ে "দেশের বিভিন্ন স্থানে ফাঁড়ি/তদন্ত কেন্দ্র, ক্যাম্প, নৌ-পুলিশ কেন্দ্র, রেলওয়ে পুলিশ, থানা ও আউটপোস্ট, ট্যুরিস্ট পুলিশ সেন্টার এবং হাইওয়ে পুলিশের জন্য থানা/আউটপোষ্ট নির্মাণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব পুলিশ অধিদপ্তরর হতে ১.৮.২০২২ তারিখ পাওয়া গেছে। প্রস্তাবটি যাচাই-বাচাই করা হচ্ছে।
৪.৮	মডেল থানার জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব যৌক্তিক করতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	ভূমি বরাদ্দ সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধনের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে। তবে অত্যাবশ্যক/ জরুরি প্রয়োজনে পূর্বের নীতিমালার প্রস্তাব প্রেরণ করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা যেতে পারে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ/সংশ্লিষ্ট কমিটি	বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের জন্য জমির প্রাপ্যতা নির্ধারণ সংক্রান্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণলায়/অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠণ করা হয়েছে। উক্ত কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশমালা অনুযায়ী গত ৫-১১-২০১৯ খ্রি. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন ইউনিট/দপ্তরের জন্য জমির পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত সুপারিশমালা অনুযায়ী জমির অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান আছে।

৪.৯	সম্প্রতি যে সমস্ত এলাকায় সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটানো হয়েছিলো সে সমস্ত এলাকায় যৌথ অপারেশন চলমান রাখতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	যৌথ অপারেশন চলমান রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ।	বর্তমানে সারা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসহ সন্ত্রাসপ্রবণ এলাকায় পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে। বিগত সময়ে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট কর্তৃক যে সকল এলাকায় সন্ত্রাসী/নাশকতামূলক কর্মকান্ড ঘটানো হয়েছিল ঐ সকল এলাকাকে চিহ্নিত করে গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধিসহ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।
৪.১০	কোস্টগার্ড কর্তৃক পরিচালিত অভিযান এবং টহল অব্যাহত রাখতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে এর কার্যক্রম গতিশীল বিশেষ করে সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচার রোধে কঠোর হতে হবে। (১৬-০৩-২০১৪)	(ক) সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচার রোধে কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) ড্রোন ও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। **বাস্তবায়নে:** বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	মাদকদ্রব্যের অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও অনান্য সংস্থার সাথে সমন্বয়করত গোপনীয়তা বজায় রেখে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। মাদক বিরোধী অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর সকল বেইস, জাহাজ, স্টেশান ও আউটপোষ্টে নজরদারিসহ অভিযান ও টহল পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। চট্টগ্রাম, ভোলা ও সুন্দরবনসহ উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপথে মাদক এবং মানব পাচার রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত মানব পাচার রোধে কক্সবাজারের ইনানী ও হিমছড়িতে দুটি স্টেশান ও বাহারছড়াতে একটি আউটপোষ্ট স্থাপনের মাধ্যমে অপারেশন পরিচালিত হচ্ছে।
৪.১১	(ক) পুলিশ সদস্যদের আবাসিক সমস্যা নিরসন করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)	(ক) সীমান্তে চোরাচালান ও মাদক প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। (খ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) ড্রোন এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে **বাস্তবায়নে:** বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	ভারত এবং মায়ানমার এর সাথে ৫৩৯ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় নতুন ৬২টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ৪০১.৫ কিলোমিটার সীমান্ত ইতোমধ্যে নজরদারীতে আনা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩৭.৫ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় আরও ২২টি নতুন বিওপি স্থাপন করা হবে এবং বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের নীলডুমুর ও সুন্দরবনের গহীন অরণ্যের ৬০ কিলোমিটার জল সীমান্তে ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপন করা হয়েছে। আরও ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৪.১২	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আইন শৃংখলা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ, আন্তঃবাহিনী সম্পর্ক, কর্মপরিধির বিস্তৃতি ইত্যাদি পর্যালোচনা করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ ও আন্ত:বাহিনী সম্পর্ক কর্মপরিধির প্রস্তাব আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আইন শৃংখলা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ, আন্তঃ বাহিনী সম্পর্ক, কর্মপরিধির বিস্তৃতি ইত্যাদি পর্যালোচনার জন্য আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪.১৩	সাতক্ষীরা সদর উপজেলার আগরদাড়ীতে একটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন। ২০-০১-২০১৪	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগপূর্বক কার্যক্রম দ্রুত ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ	নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ০২-০২-২০২০ তারিখ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগরদাড়ী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায় সাতক্ষীরা সদর থানা এলাকায় বিদ্যমান ০৩টি ফাঁড়ি হতে কোন ০২টি পুলিশ ফাঁড়ি বিলুপ্ত করা যায় এ বিষয়ে পুনরায় মতামত প্রদানের জন্য ২৩-০৫-২০২২ তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সাতক্ষীরা-কে অনুরোধ করে তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সাতক্ষীরা থেকে প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

৫.০ জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বিস্তারিত আলোচনা শেষে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরুপ:

সিদ্ধান্তসমুহঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫.১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। যে সকল প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে সে সকল প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা তালিকা হতে বাদ দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অনুরোধ করা যেতে পারে।	অতিরিক্ত সচিব (অর্থ ও প্রশাসন), উপসচিব, প্রশাসন-৩
৫.২	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনে পরিসংখ্যান উল্লেখ করে মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান matrix আকারে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রেরণ করতে হবে।	সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান, সকল অতিরিক্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
৫.৩	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।	সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান, সকল অতিরিক্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ

সভাপতি সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তরের কার্যক্রম আরও গতিশীল করার জন্য সকল কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আখতার হোসেন
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৪৪.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.১৯.১৩৪

তারিখ: ২৯ ভাদ্র ১৪২৯

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) দপ্তর সংস্থা প্রধান (সকল)।

২) অতিরিক্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ

৩) যুগ্মসচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৪) উপসচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৫) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জননিরাপত্তা বিভাগ

৬) সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৭) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, জননিরাপত্তা বিভাগ

৮) সহকারী সচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৯) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব কোষ, জননিরাপত্তা বিভাগ

আশাফুর রহমান

উপসচিব